মিলাদ প্রেমিক বাদশাহ

- অবাক করে দেয়ার মতো ঘটনা
- মিলাদে মুস্তফা অনুষ্ঠানের রীতিমতো সূচনাকারী বাদশাহ
- মানুষ শয়তান
- আলোকসজ্জা দেখে কাফের ইসলাম কবুল করে নিলো

উপস্থাপনায়: আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

মিলাদ প্রেমিক বাদশাহ

আত্তারের দোয়া

হে **মুস্তফার প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই "**মিলাদ প্রেমিক বাদশাহ**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ও তার সন্তান সন্তুতিদেরকে **আখেরী নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশ্নে বিলাদতের সদকায় বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের পর হামদ ও সানা এবং দরূদ শরীফ পাঠকারীকে ইরশাদ করেন: "দোয়া করো কবুল করা হবে, চাও, প্রদান করা হবে।" (নাসায়ী, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

অবাক করে দেয়ার মতো ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ **নেয়মাতুল কুবরা** এর ৫২ পৃষ্ঠায় **প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা,**

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতে হওয়া একটি ঈমান তাজাকারী এবং অবাক করে দেয়ার মতো ঘটনা লিখেন: এক ব্যক্তি যার নাম ছিলো “আমের ইয়ামেনী”, তার এক কন্যা ছিলো, যে পেট ব্যথা ও শ্বেত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি চলাফেরা করতে অপারগও ছিলো, আমেরের নিকট একটি মূর্তি ছিলো, সে তার মেয়েকে এর সামনে বসাতো এবং মূর্তিকে বলতো: “যদি তুমি আরোগ্য দিতে পারো তবে আমার মেয়েকে আরোগ্য দাও।” বছরের পর বছর ধরে সে এভাবে বলতো, কিন্তু মূর্তি মূর্তি হয়েই ছিলো, পাথরের মূর্তি আর কিইবা দিতে পারে! সামর্থ্য ও দয়ার বাতাস বইলো যে, একদিন আমের তার স্ত্রীকে বলতে লাগলো: আমরা আর কতদিন এই বোবা বধির পাথরকে উপাসনা করতে থাকবো, যে না বলতে পারে, না শুনতে পারে। আমার মনে হয় না যে, আমরা “সঠিক দ্বীন” এর উপর আছি। তার স্ত্রী বললো: ঠিক আছে, তবে আমাদেরকে সাথে নিয়ে হেদায়তের সন্ধানে বের হয়ে যান, হয়তো আমরা সত্যের প্রতি কোন নির্দেশনা পেয়ে যাবো। উভয় স্বামী স্ত্রী তাদের বাড়ির ছাদে বসে এই কথা বলছিলো, হঠাৎ তারা দেখলো যে, একটি নূর, যা পুরো আকাশে ছড়িয়ে আছে আর এর আলোয় সারা দুনিয়া ঝলমল করে উঠলো! **আল্লাহ পাক**

তাদের চোখ থেকে অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে দিলেন, যাতে তারা উদাসিনতার ঘুম থেকে জেগে উঠে, দেখলো; ফিরিশতারা সারিবদ্ধ হয়ে একটি বাড়িকে ঘিরে রেখেছে, পাহাড় সিজদা করছে, পৃথিবী থমকে গেছে এবং বৃক্ষরাজি নত হয়ে আছে আর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছে” **“মুবারক হোক! সত্যবাদী ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **জন্মগ্রহণ করেছেন।”**

মুবারক হো কেহ খাতিমুল মুরসালিন তাশরীফ লে আয়ে,
জনাবে রাহমাতুলল্লিল আলামানি তাশরীফ লে আয়ে।

আমের তার মূর্তির দিকে তাকালো তখন তা অধঃমুখে মাটির উপর নিকৃষ্টভাবে পড়েছিলো! আমেরের স্ত্রী বলতে লাগলো: এই মূর্তিটিকে তো দেখুন! কিভাবে মাথা নত করে মাটিতে পড়ে আছে! এতটুকু শুনতেই মূর্তিটি বলে উঠলো: “সাবধান হয়ে যাও! মহান সংবাদ প্রকাশ হয়ে গেছে, ঐ পবিত্র সত্তার শুভাগমন হয়ে গেছে, যিনি বিশ্বজগতকে সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন, জেনে রাখো! **তিনিই শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, **যাঁর** আগমনের জন্য প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছিলো, **যাঁর** সাথে গাছ ও পাথর কথা বলবে, **তাঁর** ইশারায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হবে এবং **যিনি** রাবিয়া ও মুদার গোত্রের সর্দার হবেন, প্রকাশ হয়েগেছেন। একথা শুনে আমের স্ত্রীকে

বললো: তুমি কি শুনছো যে, এই পাথর কি বলছে! বললো তাকে জিজ্ঞাসা করুন: সেই শুভাগমনকারী সৌভাগ্যবানের নাম কি, **যাঁর** নূরে **আল্লাহ পাক** সমস্ত জগতকে আলোকিত করে দিয়েছেন? আমের বললো: হে অদৃশ্য থেকে আসা আওয়াজ! এই পাথরটি শুধু আজই কথা বলেছে, এটা তো বলো **তাঁর** নাম কি? উত্তর দিলো: **তাঁর** পবিত্র নাম হলো **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, **যিনি** সাহিবে যমযম ও সাফা (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام) এর সন্তান, **তাঁর** জমিন হলো “**তাহামা**” এবং **তাঁর** উভয় কাঁধের মাঝখানে “**মোহরে নবুয়ত**” রয়েছে, **তিনি** যখন চলবেন তখন মেঘ **তাঁকে** ছায়া দিবে। (নয় নয় বরং মেঘ **তাঁর** কাছ থেকে ছায়া অর্জন করবে)

এমন সময় আমেরের অসুস্থ মেয়ে, যে নিচে অবচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলো, নিজের পায়ে হেঁটে ছাদে এসে গেলো, আমের আশ্চর্য হয়ে বললো: হে আমার কন্যা! তোমার ঐ ব্যথা কোথায় গেলো, যাতে তুমি লিপ্ত ছিলো এবং যা তোমার বেঁচে থাকাকে কষ্টকর করে দিয়েছিলো? মেয়ে উত্তর দিলো: আব্বাজান! আমি বিশ্বজগত থেকে অবচেতনই ছিলাম, এমন সময় আমি আমার সামনে নূরের তাজাল্লি দেখলাম, আমার সামনে একজন বুযুর্গ তাশরীফ আনলেন,

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই নূর কিসের, যা আমি দেখছি এবং এই বুযুর্গ কে, যার মুবারক দাঁতের নূর আমাকে ছায়া দিয়ে আছে? উত্তর এলো: **ইনি** আদনানের সন্তানের নূর (হযরত আদনান **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন বুযুর্গ) **যাঁর** কারণে বিশ্বজগতে নূর বর্ষন হচ্ছে, **তাঁর** পবিত্র নাম হলো **মুহাম্মদ** ও **আহমদ**, অনুগতদের প্রতি দয়া এবং গুনাহগারদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: **তাঁর** ধর্ম কি? উত্তর দিলো: তিনি "**দ্বীনে হানিফ**" (অর্থাৎ সত্য দ্বীন) এর উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: **তিনি** কার ইবাদত করেন? উত্তর এলো: اللهُ وَحۡدَهٗ لَاشَرِیۡك এর অর্থাৎ ঐ **আল্লাহ পাকের**, **যিনি** এক ও **তাঁর** কোন অংশীদার নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কে? তখন উত্তর আসলো: আমি ঐসকল ফিরিশতাদের মধ্যে একজন ফিরিশতা, যাদেরকে নূরে মুহাম্মদী উঠানোর সৌভাগ্য প্রদান করা হয়েছে। আমি আরয করলাম: আপনি কি আমার এই কষ্টকে দেখছেন না? ফিরিশতা বললো: হ্যাঁ! তুমি **নবীয়ে আহমদ** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় দোয়া করো। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমি আমার **মাহবুবে**র সত্তায় আপন রহস্য ও দলীল রেখেছি, যে ব্যক্তি আমার নিকট আমার মাহবুবের ওসীলায় দোয়া করবে,

তার সমস্যা দূর করে দিবো।[১] আর যারা আমার অবাধ্যতা করলো আমি তাদের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন **আমার হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সুপারিশকারী বানাবো। তিনি সত্যি বলেছেন, আমি তা শুনেই আমার উভয় হাত প্রসারিত করে দিলাম এবং সত্য অন্তরে **আল্লাহ পাকে**র নিকট দোয়া করলাম অতঃপর আমার হাতকে চেহারায় এবং শরীরে বুলিয়ে দিলাম, যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন নিজেকে এমন দেখলাম, যেমনটি আপনারা আমাকে দেখছেন।

একথা শুনে আমের ইয়ামেনী তার স্ত্রীকে বললো: নিশ্চয় আমরা সেই মুবারক মনিষীর আশ্চর্যজনক নিদর্শন দেখেছি, আমি **তাঁর** প্রতি ভালবাসা ও দীদারের আগ্রহে জঙ্গল এবং কঠিন উপত্যকা অতিক্রম করবো। অতএব আমের ইয়ামেনী ও তার পুরো পরিবার **নূরানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্ধানে বের হয়ে গেলো এবং মক্কায়ে

---

১. আমরাও দোয়া করছি: **হে আল্লাহ**! আমাদের ঈমান নিরাপদ রেখো, **মওলায়ে করীম**! মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচাও, **হে আল্লাহ**! গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য দান করো, **হে আল্লাহ**! জাহেরী ও বাতেনী রোগ থেকে আরোগ্য দান করো, **পরওয়ার দিগার**! নূরে **আহমদী**র সদকায় সর্বদার জন্য আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও, **হে পরওয়ার দিগার**! জশনে বিলাদতের ওসীলায় আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসে **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো, **হে আল্লাহ**! সকল উম্মতের মাগফিরাত করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুকাররমার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا সফরের ইচ্ছা পোষন করলো, মক্কার পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করেই বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا মর্যাদাময় বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে দরজায় করাঘাত করলো। বিবি আমেনা খাতুন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আসার কারণ জানতে চাইলে সে আরয করলো: আমাদেরকে আপনার কলিজার টুকরো, নূরে নযরের নূর বর্ষনকারী চেহারা দেখিয়ে দিন, **যাঁর** আলোতে সমগ্র বিশ্বজগতকে আলোকিত করে দিয়েছেন, **যাঁর** ওসীলায় **আল্লাহ পাক** সমগ্র জগতকে আলোকিত করে দিয়েছেন। হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বললেন: আমি এখনি আমার নূরে নযর (অর্থাৎ আমার প্রিয় সন্তানকে) তোমাদের দেখাবো না, কেননা আমার ইহুদীদের প্রতি ভয় হয়, তারা **তাঁর** কোন ক্ষতি যেনো করে না দেয় আর আমি জানিনা যে, তোমরা কারা আর কোথা থেকে এসেছো? আমের ও তার পরিবারের সদস্যরা বললো: আমরা তো এই **সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় নিজেদের দেশ এবং নিজেদের ধর্মকে (অর্থাৎ আমাদের বাতিল ধর্ম) ছেড়েছি যে, এই **নূরানী নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দীদার দ্বারা আমাদের চোখকে আলোকিত করবো, **যাঁর** দরবারে উপস্থিত হওয়া কেউই বিফল ফিরে যাবেনা। একথা শুনে বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বললেন: আচ্ছা যদি আমার প্রিয় সন্তানের দীদার

করা ছাড়া তোমাদের উপায় না থাকে তবে তাড়াহুড়ো করো না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। একথা বলে তিনি তাঁর মহা মর্যাদাময় বাড়ির ভেতর চলে গেলেন, কিছুক্ষণ পরই বললেন: ভেতরে এসে যাও। অনুমতি পেতেই তারা সেই বরকতময় কক্ষে প্রবেশ করলো, যাতে **উভয় জগতের তাজেদার, প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরাম করছিলেন, সেখানকার নূর ও তাজাল্লিতে এমনভাবে বিভোর হয়ে গেলো যে, দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তা ভুলে গেলো, তৎক্ষণাৎ **আল্লাহ পাকের** যিকির করতে লাগলো, নূরানী চেহারা থেকে পর্দা সরাতেই হঠাৎ তার চিৎকার বের হয়ে গেলো, এমনভাবে কাঁদলো যে, হিঁক উঠে গেলো, শরীর থেকে রূহ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিলো। অগ্রসর হয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছোট্ট ছোট্ট মুবারক হাতে চুমু খেলো। হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বললেন: এবার দ্রুত চলে যাও, অবশেষে না চাইতেই আমের ইয়ামেনী বুকে হাত চেপে ধরে কক্ষ থেকে বের হয়ে এলো। আমের ইয়ামেনীর অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো, সে সেই নূরানী চেহারার দীদারের আশিক হয়ে গিয়েছিলো, পাগলের মতো চিৎকার করে বলতে লাগলো: আমাকে হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর বাড়িতে আবারো নিয়ে চলো আর আবারো অনুরোধ করো যে,

আমাকে যেনো দীদার করিয়ে দেয়। বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বাড়িতে ফিরে এলো, এবার আমের ইয়ামেনী **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখতেই লাফিয়ে পড়লো এবং কদমে পড়ে গেলো অতঃপর জোরে একটি চিৎকার দিলো আর তার রূহ সেই ছোট্ট ছোট্ট কদমে কুরবান হয়ে গেলো।

(নে'মতে কুবরা, ৫২ পৃষ্ঠা)

আমজাদ কা দিল মুট্টি মে লে কর সোতে হো কিয়া আনজান!
নন্নে কদমোঁ মে সর কো রাখ কর হো জাও কুরবান মাদানী
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ হু, লা' ইলাহা ইল্লাহ হু
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ হু, লা' ইলাহা ইল্লাহ হু

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের স্থান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেই বরকতময় বাড়িতে **আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হয়, ইসলামী ইতিহাসে সেই স্থানের নাম হলো "**মাওলিদুন্নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" (অর্থাৎ প্রিয় নবীর শুভাগমনের স্থান), এটি খুবই বরকতময় স্থান। আল্লামা কুতুবুদ্দীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের স্থানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (বলদুল আমিন, ২০১ পৃষ্ঠা)

খলিফা হারুনুর রশীদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا সেখানে মসজিদ নির্মান করিয়েছিলেন, এই

মসজিদটি কয়েকবারই নির্মাণ করা হয়েছে, এটি খুবই সুন্দর দালান ছিলো, যার অধিকাংশ অংশে স্বর্ণের কারুকাজ করা হয়েছিলো। (জা'মেউল আ'সার, ২/৭৫১-৭৫২)

বরকতময় স্থান

আল্লামা আবুল হুসাইন মুহাম্মদ বিন আহমদ জুবাইর আন্দালূসী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই আলিশান স্থানের আলোচনা করতে গিয়ে (নিজের যুগের হিসাবে) লিখেন: ঐ পবিত্র স্থান, যেখানে **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হয়েছিলো, সেই বরকতময় স্থানে রূপা দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিলো (এই স্থানটি এরূপ লাগতো) যেনো ছোট্ট একটি পানির পুকুর, যার উপরিভাগ রূপা দ্বারা নির্মিত। এই বরকতময় বাড়ি রবিউল আউয়ালে সোমবার খোলা হতো, কেননা রবিউল আউয়াল **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের মাস এবং সোমবার বিলাদতের দিন, লোকেরা এই বাড়িতে বরকত লাভের জন্য প্রবেশ করতো। মক্কা শরীফে এইদিন সর্বদা **"ইয়াওমে মাশহুদ"** ছিলো অর্থাৎ এই দিনে লোকেরা জড়ো হতো।

(তাযকিরাতু বিল আখবার আন ইত্তিফাকাতুল আসফার, ১২৭-১৮৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের দরবারে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আরয করেন:

মক্কে মে উন কি জায়ে বিলাদত পে ইয়া খোদা
ফির চশমে আশকবার জামানা নসীব হো

শুভাগমনের স্থানে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য

হায়! এখন এসব মুবারক ব্যবস্থাপনা বন্ধ হয়ে গেছে আর বর্তমানে এই মহান বরকতময় স্থানটিতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেখানে সাইনবোর্ড লাগানো আছে: "مَكْتَبَةُ مَكَّةِ الْمُكَرَّمَة" অর্থাৎ মাকতাবাতু মাক্কাতিল মুকাররমাতি। এই বরকতময় স্থানে পৌঁছার সহজ উপায় হচ্ছে, আপনি মারওয়া পর্বতের যে কোন নিকটবর্তী দরজা দিয়ে বাইরে চলে আসুন। সম্মুখেই নামাযীদের জন্য অনেক বড় করে ঘেরাও দেয়া আছে, ঘেরাও এর অপর প্রান্তে এই মহত্বপূর্ণ স্থানটি নিজের আলো ছড়াচ্ছে, اِنْ شَآءَالله দূর থেকেই দৃষ্টি গোচর হবে।

(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

মিলাদে মুস্তফা অনুষ্ঠানের রীতিমতো সূচনাকারী বাদশাহ

হে আশিকানে রাসূল! "সর্বপ্রথম প্রচলিত পদ্ধতিতে রীতিমতো জশ্নে বিলাদত উদযাপনের সূচনা করেন

আরবালের বাদশাহ আবু সাঈদ মুযাফফর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। তাঁর অনুরোধে ইবনে দিহইয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মিলাদের বিষয়ে **"আত তানভিরু বিমাওলিদিল বাশির ওয়ান্নাযির"** কিতাব লিখেন। আবু সাঈদ মুযাফফর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইবনে দিহইয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।"

(জাওয়াহেরুল বাহার, ৪/৮৮)

سُبۡحٰنَ الله! কিরূপ পবিত্র যুগ ছিলো আর আশিকে রাসূলকে কেমন মূল্যায়নকারী ছিলো যে, মিলাদ শরীফের কিতাব লিখাতে এত বড় অংকের উপহার দিলেন। এতে এটাও জানা যায়, পূর্বেকার বুযুর্গরা আপন পদ্ধতিতে জশ্‌নে বিলাদত উদযাপন করতেন।

মানানা জশ্‌নে মিলাদুন্নবী হার গিয না ছুড়েঙ্গে,
জুলুসে পাক মে জানা কভী হারগিয না ছুড়েঙ্গে।
লাগাতে জায়েঙ্গে হাম ইয়া রাসূলাল্লাহ কে নারে,
মাচানা মারহাবা কি ধুম ভি হারগিয না ছুড়েঙ্গে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনায় আজিমুশ্শান মিলাদের ইজতিমা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আলী বিন মূসা মাদানী মালেকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মসজিদে নববী শরীফে অনেক

বছর যাবৎ ১২ই রবিউল আউয়ালের দিন আজিমুশ্শান মিলাদের ইজতিমা হতো, যাতে বড় বড় ইমামগণ বয়ান করতেন। ১২ই রবিউল আউয়ালের সকালের সূর্য উদিত হতেই মিলাদ শরীফের মাহফিল শুরু হয়ে যেতো এবং মিলাদ পড়ার জন্য চারজন ইমাম নিযুক্ত থাকতেন। মাহফিল শরীফ হেরেম শরীফের উঠানে হতো। প্রথমে একজন ইমাম সাহেব মিলাদ শরীফের নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে হাদীস পাঠ করতেন অতঃপর দ্বিতীয় ইমাম **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত শরীফের বয়ান করতেন। অতঃপর তৃতীয় ইমাম **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শৈশবকালের বয়ান করতেন এরপর চতুর্থ ইমাম এসে হিজরতের বয়ান করতেন। অবশেষে লোকেরা শরবত পান করতো এবং বাদামের হালুয়া নিয়ে ফিরে যেতো। (রাসায়িলে ফি তারিখুল মদীনা, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

জব তলক ইয়ে চাঁদ তারে ঝিলমিলাতে জায়েঙ্গে,
তব তলক জশ্নে বিলাদত হাম মানাতে জায়েঙ্গে।
ইন কে আশিক নূর কি শময়েঁ জালাতে জায়েঙ্গে,
জবকেহ হাসিদ দিল জালাতে ছটফটাতে জায়েঙ্গে।

নূরই নূর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِله আমরাও জশ্নে বিলাদত উদযাপন করি, নেককারদের ওসীলায় আমাদের

প্রচেষ্টাও কবুল হয়ে যায়। হযরত শাহ ওয়ালিওল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি মক্কা শরীফ মিলাদ শরীফের দিন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের স্থানে উপস্থিত ছিলাম, সবাই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করছিলো আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের সময় যে ঈমান উজ্জীবিতকারী ঘটনা ঘটেছিলো তা আলোচনা করছিলো, তখন আমি ঐ নূরের রশ্মি দেখলাম যা হঠাৎ সেই মাহফিলে প্রকাশ হয়েছিলো আর আমি বলতে পারবো না যে, এই নূর কি আমি আমার প্রকাশ্য চোখে দেখেছি নাকি অন্তরের চোখে দেখেছি, **আল্লাহই** ভাল জানেন। যখন আমি এই নূর ও তাজাল্লী সম্পর্কে ভাবছিলাম তখন জানতে পারলাম যে, এই নূর ও তাজাল্লী ঐসকল ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ হচ্ছে, যারা এই ধরনের নূরানী ও বরকতময় মাহফিলে অংশগ্রহণ করে আর আমি এটাও দেখেছি যে, ফিরিশতাদের কাছ থেকে প্রকাশ পাওয়া এই নূর **আল্লাহ পাকে**র রহমতের নূর থেকেই পাচ্ছে।

(ফুয়ুযুল হারামাইন, ২৬ পৃষ্ঠা)

সম্পূর্ণ মিলাদ মাহফিল দাঁড়িয়ে শ্রবনকারী বৃদ্ধ

মিলাদ শরীফের সম্মানে দাঁড়ানোকে বিদআত বলা এক ব্যক্তির ঘটনা পড়ুন আর শিক্ষা অর্জন করুন। হযরত

সায়্যিদুনা আল্লামা আব্বাস মালেকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে ১২ই রবিউল আউয়াল রাতে মিলাদের মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আমি দেখলাম যে, একজন বৃদ্ধ লোক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত আদব সহকারে দাঁড়িয়ে মিলাদের মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছিলো। যখন কেউ সম্পর্ণ মাহফিল দাঁড়িয়ে শুনার কারণ জিজ্ঞাসা করলো, তখন তিনি বললেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় আলোচনা শুনার সময় সম্মানার্থে দাঁড়ানোকে **"বিদআতে সাইয়্যাহ"** অর্থাৎ মন্দ বিদআত মনে করতাম। একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি অনেক বড় একটি ইজতিমায় রয়েছি এবং লোকেরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়ালো, যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন হলো তখন সকলে অত্যন্ত আদব সহকারে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানালো, কিন্তু আমি সম্মানার্থে দাঁড়ালাম না। **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"তুমি আর দাঁড়াতে পারবে না।"** যখন চোখ খুললো তখন দেখলাম যে, এখনো আমি বসে আছি। এই বেদনায় এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো কিন্তু দাঁড়াতে পারলাম না। অবশেষে আমি মান্নত করলাম যে, যদি **আল্লাহ পাক** আমাকে এই রোগ থেকে আরোগ্য দান করে তবে আমি মিলাদ

মাহফিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েই শুনবো। এই মান্নতের বরকতে **আল্লাহ পাক** আমাকে সুস্থতা দান করলেন। আর এখন এটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে যে, নিজের মান্নত পূরণ করতে গিয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে সম্পূর্ণ মাহফিল দাঁড়িয়ে শ্রবন করি।

(আল আ'লামু বিফাতাওয়া আয়িম্মাতিল ইসলাম, ৯৪ পৃষ্ঠা)

খুব বরসেগি জানাযে পর খোদা কি রহমতেঁ
কবর তক সরকার কি নাতে সুনাতে জায়েঙ্গে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এমন মান্নত করুন, যা পূরণ করতে পারবেন

হে আশিকানে রাসূল! এখানে যে মান্নত তিনি করেছেন, তা শরয়ী মান্নত নয় বরং তা ছিলো প্রচলিত মান্নত, প্রচলিত মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব নয় কিন্তু এরূপ যে জায়িয মান্নত করা হয়, তা পূরণ করা উচিৎ, কেননা এতে কল্যাণ রয়েছে। مَاشَآءَالله তিনি মান্নত করেছেন আর **আল্লাহ পাক** আরোগ্য দান করলেন এবং তিনি মিলাদের মাহফিল দাঁড়িয়ে শুনতেন। এমন যেনো না হয় যে, অতি উৎসাহিত হয়ে আপনিও এধরনের মান্নত করতে লেগে গেলেন, কেননা সম্পূর্ণ মাহফিল দাঁড়িয়ে শ্রবন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয় আর

যদি বড় ইজতিমা হয় এবং এর মাঝখানে আপনি দাঁড়িয়ে যান তবে আপনার পেছনে বসা লোকদের সমস্যা হবে আর বসানোর জন্য টানাটানি করবে, এতে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যাবে।

যিকরে মিলাদে মুবারক কেয়সে ছুড়েঁ হাম ভালা
জিন কা খাতেহে উনহি কে গীত গাতে জায়েঙ্গে

মানুষ শয়তান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান স্যোশাল মিডিয়ার যুগে অনেক মূর্খ লোক, যারা জশ্নে বিলাদত উদযাপন করে না, তারা বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা ছড়িয়ে আশিকানে রাসূলকে এই নেক ও বরকতময় কাজ থেকে বাঁধা দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এই “شَیَاطِیۡنُ الۡاِنۡس” অর্থাৎ মানুষ শয়তান পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে এবং মনে সংশয় ও সন্দেহ দিয়ে থাকে। আয়িম্মায়ে দ্বীনরা বলেন: “**মানুষ শয়তান, জ্বীন শয়তানের চেয়ে বেশি বিপদজনক হয়ে থাকে।**” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৭৮০-৭৮১)

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ইরশাদ করেন: **আল্লাহর** আশ্রয় প্রার্থনা করো মানুষ শয়তান এবং জ্বীন শয়তানের অনিষ্ট থেকে।

আরয করলেন: মানুষের মাঝেও কি শয়তান হয়? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮/১৩০, হাদীস ২১৬০২)

অতএব যত পথভ্রষ্ট ও বদমাযহাব রয়েছে, তারা সবাই "شَيَاطِيْنُ الْاِنْس" অর্থাৎ মানুষ শয়তানের অন্তর্ভূক্ত আর ইবলিশের পাশাপাশি তাদের অনিষ্ট থেকেও আমাদের আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকা উচিৎ। কিন্তু আফসোস! অসংখ্য মুসলমান তাদের সাথে মেলামেশা রাখে এবং তাদের কথাবার্তাও মনোযোগ সহকারে শুনে। তাদের ধর্মীয় প্রোগ্রামেও অংশগ্রহণ করে থাকে, তাদের লেখনিও পড়ে, এই কারণেই তারা নিজের দ্বীন সম্পর্কে অবহিত না হওয়ার কারণে সন্দেহ ও সংশয়ে পড়ে যায় যে, তারা সঠিক নাকি আমরা সঠিক? অতঃপর অনেকে তো তাদের ফাঁদে এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, তাদেরই গুণ গাইতে থাকে এবং এমনকি এমনও শুনা যায় যে, "তারাও তো সঠিক কথাই বলছে!"

সহানুভূতিশীল পরামর্শ!

ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এরূপ লোকদের কাছ থেকে বেঁচে থাকার প্রতি জোর দিয়ে বলেন: ভাইয়েরা! তোমরা তোমাদের লাভ ক্ষতি সম্পর্কে বেশি জানো নাকি তোমাদের **প্রতিপালক** ও

তোমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, **তাঁদের** নির্দেশ তো হলো, শয়তান তোমাদের কাছে কুমন্ত্রণা দিতে আসবে, তখন এরূপ সোজা উত্তর দিয়ে দাও যে, **“তুই মিথ্যুক”** এরূপ করোনা যে, তুমি দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফের বা বেদ্বীন ও বদ মাযহাবীদের) নিকট চলে যাবে। লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতায় মনে করে যে, আমরা তো মনে প্রাণে মুসলমান, আমাদের মাঝে তাদের কোন প্রভাব পড়বে না! অথচ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দাজ্জালের সংবাদ শুনবে, তার উপর ওয়াজিব যে, তার কাছ থেকে দূরে পালানো, কেননা **আল্লাহ**র শপথ! মানুষ তার নিকট যাবে এবং এটা মনে করবে যে, আমি তো মুসলমান অর্থাৎ আমাকে সে কি ক্ষতি করবে, সেখানে তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে তার অনুসারী হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, ৪/১৫৭, হাদীস ৪৩১৯) শুধু কি দাজ্জাল দ্বারা সেই একটাই নিকৃষ্ট দাজ্জালকে বুঝায়, যে ভবিষ্যতে আসবে, কখনো নয়! সমস্ত পথভ্রষ্টতার প্রতি আহবানকারী সকলেই দাজ্জাল আর সবার কাছে থেকেই দূরে পালানোর আদেশ দিয়েছেন এবং তাতে এই সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৭৮১-৭৮২)

সরওয়ার দ্বীঁ! লিজিয়ে আপনে নাতোয়ানোঁ কি খবর
নফস ও শয়তাঁ সায়্যিদা! কব তক দাবাতে জায়েঙ্গে

মিলাদ শরীফ উদযাপন করতে বারণকারীদের কুমন্ত্রণার উত্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেকে **জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পর্কে কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে থাকে, তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টার সাওয়াব এবং সহজ সরল আশিকানে রাসূলকে সংশয় থেকে বাঁচানোর ভাল ভাল নিয়্যতে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন করছি। যদি একবার পাঠ করে সংশয় দূর না হয় তবে তিনবার পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله বিষয়গুলো মনের মাঝে গেঁথে যাবে, কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে এবং প্রশান্ত মন নসীব হবে।

প্রশ্ন ১: কোরআন ও হাদীসে মিলাদ শরীফের আলোচনা নেই, অতএব মিলাদ উদযাপন করা উচিত নয়?

উত্তর: কোরআনে করীম থেকে তিনটি দলীল পাঠ করুন! (১) **আল্লাহ পাক** সূরা আলে ইমরানের ১৬৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَقَدۡ مَنَّ اللّٰہُ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اِذۡ بَعَثَ فِیۡہِمۡ رَسُوۡلًا

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহর** মহান অনুগ্রহ হয়েছে মুসলমানের উপর যে, তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন।

(২) সূরা ইউনুসের ৫৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

(সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন, ‘**আল্লাহর**ই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া, সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।

(৩) ৩০তম পারার সূরা দোহার ১২নং আয়াতে রয়েছে:

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾

(পারা ৩০, সূরা দোহা, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর আপন রবের নেয়ামতের ব্যাপক চর্চা করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াত সমূহ দ্বারা জানা গেলো, **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে খুশি উদযাপন করা স্বয়ং **আল্লাহ পাকের** নির্দেশ। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় আগমন সমস্ত নেয়ামতের চেয়ে বড় নেয়ামত, কেননা **আল্লাহ পাক** এই অনুগ্রহ দেখিয়ে দিয়েছেন, এর চর্চার করা এই আয়াতের উপরই আমল করা, এখন যদি কারো ঘরে সন্তান জন্ম হয়, তখন সে প্রতি বছর জন্মদিন পালন করে, যেই তারিখে দেশ স্বাধীন হয়েছে, প্রতিবছর সেই তারিখ উদযাপন করা হয় এবং র‍্যালী (জুলুস) বের করা হয় আর যারা এতে অভিযোগের তীর ছুঁড়ে তাকে দেশদ্রোহী বলা হয় তবে যেই তারিখে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায়

আগমন করেন, তা কেনোইবা সবচেয়ে বড় খুশির দিন হবে না? সুতরাং মিলাদ শরীফ উদযাপন করা কোরআনী আদেশের প্রতি আমল করাই। আর এই আপত্তিকারীরা কি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতকে **আল্লাহ পাকের** নেয়ামত ও **আল্লাহ পাকের** রহমত হিসাবে মান্য করে না, নাকি মিলাদের মাহফিলকে **আল্লাহর** নেয়ামতের চর্চা এবং **তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহের খুশি মনে করে না, অথবা তারা এটা বলুক যে, কোরআন ও হাদীসে কোথায় মিলাদ মাহফিল নিষেধ আছে?

খাক হো জায়ে আদ ও জ্বল কর মগর হাম তো রযা
দম মে জব তক দম হে যিকির উন কা সুনাতে জায়েঙ্গে

প্রশ্ন ২: সাহাবায়ে কিরামরা عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কখনোই জশ্নে বিলাদত উদযাপন করেননি, তবে কি তোমরা তাঁদের চেয়ে বড় আশিকে রাসূল?

উত্তর: কোরআনে করীমের পর সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য কিতাব হলো **"সহীহ বুখারী"** এবং একে প্রায় সকল মুসলমানরাই মানে, ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ প্রতিটি হাদীসে মুবারাকা লিখার পূর্বে গোসল করতেন এবং দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (নুজহাতুল ক্বারী, ১/১৩০)

অথচ সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তাঁরা হাদীসে পাক বর্ণনা করার পূর্বে গোসল করতেন এবং দুই রাকাত নফল নামায পড়তেন, তাই এরূপ বলা যাবে যে, ইমাম বুখারী সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان থেকে বড় আশিকে রাসূল? নাকি তাঁর মনে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان চেয়ে বেশি হাদীসে পাকের আদব বিদ্যমান? আরো শুনুন! কোটি কোটি মালেকীদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মদীনার অলিতে গলিতে খালি পায়ে চলাফেরা করতেন এবং মদীনার মাটির সম্মানে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় কখনোই প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেননি, এজন্য তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সর্বদা মদীনার হেরেম থেকে বাইরে চলে যেতেন, তবে অসুস্থ অবস্থায় অপারগ ছিলেন। (বুস্তানুল মুহাদ্দীসিন, ১৯ পৃষ্ঠা) তাই বলে কি এরূপ বলা যাবে যে, ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان থেকে বেশি আশিকে রাসূল ছিলেন? কখনোই নয়, কোরআনে করীমে মূলনীতি বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে আর তা হলো: وَتُعَزِّرُوۡهُ وَتُوَقِّرُوۡهُ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর রাসূলের সম্মান ও আদব করো” এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে মুফাসসীরগণ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে যেটাই প্রচলিত রয়েছে আর তা

যেনো শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তা সবই এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত, এখানে সম্মান ও আদবের জন্য কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা বর্ণনা করা হয়নি, দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পড়ুক বা অন্য কোন পন্থায় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মান প্রদর্শন করা, যা শরীয়াত বিরোধী নয়, তা সবই করা যাবে। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৯/৩৫৩) এমন অসংখ্য কাজ করা হয় যা সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এবং তাবেঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর যুগে ছিলো না, কিন্তু ধর্মে প্রচলিত আছে এবং জশ্নে বিলাদত থেকে নিষেধকারী লোকেরাও এই কাজ করছে, যেমন প্রচলিত দরসে নিজামী কোর্স, প্রচলিত মাদরাসা ব্যবস্থাপনায় হিফয ও নাজারার আলাদা আলাদা ক্লাস, বেতন দিয়ে পড়ানোর জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা এবং এই বেতনের জন্য চাঁদা নেয়া, বুখারীর সূচনা, খতমে বুখারী বরং স্বয়ং সহীহ বুখারী, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ও তাবেঈনের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ বরং তাবে তাবেঈনের رَحِمَہُمُ اللّٰہ যুগের অনেক পরে লিখা হয়েছে, উড়ো জাহাজের মাধ্যমে হজ্ব ও ওমরার সফর ইত্যাদি হাজারো দ্বীনি কাজ রয়েছে, যা প্রতিনিয়ত করা হয়, কেউ তা নিষেধ করে না। নিজ নিজ নসীবের বিষয়, যে যাকে ভালবাসে, তার স্মরণ অধিকহারে করে থাকে, ঘরকে আলোকিত করে থাকে আর কেউ কেউ তাল-বাহানা করে করে অন্তর জালাতে থাকে।

জুঁ হি আ'মদ মাহে মিলাদে মুবারক কি হোয়ী,
আহলে ঈমাঁ ঝুম উঠে শয়তাঁ কো গুচ্ছা আয়া হে।
হার মালাক হে শাদমাঁ খুশ আজ হার এক হুর হে,
হ্যাঁ! মগর শয়তান মাআ রুফাকা বড়া রঞ্জোর হে।

প্রশ্ন ৩: ইসলামে শুধুমাত্র দু'টিই ঈদের উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং **ঈদে মিলাদুন্নবী** উদযাপন করা উচিৎ নয়?

উত্তর: সিহাহ সিত্তায় (অর্থাৎ হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাব) রয়েছে **আল্লাহ পাকের রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমা হলো ঈদের দিন, এই হিসাবে তো সারা বছরে প্রায় ৪৮টি ঈদ হলো এবং ঈদুর ফিতর ও ঈদুল আযহা মিলিয়ে মোট ৫০দিন ঈদ হলো আর এই সকল ঈদ যেই ঈদের সদকায় অর্জিত হয়েছে তা হলো **"১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটি আশিকানে রাসূলের জন্য ঈদেরও ঈদ, কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে না আসতেন, তবে কোন ঈদই ঈদ হতো না, কোন রাতই শবে বরাত হতো না। প্রকৃতি ও বিশ্ব জগতের সকল আলো এবং শান এই জগতের প্রাণ, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমের ধুলিরই সদকা স্বরূপ। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: (**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন) হে আমার হাবীব! আমি দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসীকে এই জন্যই সৃষ্টি

করেছি, যাতে আপনার যেই সম্মান ও মর্যাদা আমার নিকট রয়েছে, আমি তাদেরকে এর পরিচয় করিয়ে দিই এবং **হে আমার হাবীব! যদি আপনি না হতেন তবে আমি দুনিয়াই সৃষ্টি করতাম না।** (লুমআতুল তানকিহ, ৯/২২০। আল মাওয়াহিবুল লিদ দুনিয়াতি, ১/৪৪)

ওহ জু না থে তো কুছ না থা, ওহ জু না হো তো কুছ না হো
জান হে ওহ জাহান কি, জান হে তো জাহান হে

প্রশ্ন ৪: ১২ই রবিউল আউয়াল বিলাদত শরীফের দিন নয়, এতে মতানৈক্য রয়েছে আর এটা ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায়ও রয়েছে, অতএব ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফে **জশ্‌নে ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করা উচিৎ নয়।

উত্তর: এই প্রশ্নের একটি উত্তর তো এটাই যে, ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় আমার আক্বা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য বিষয় হলো ১২ই রবিউল আউয়াল। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৪১১)

দ্বিতীয় উত্তর হলো, যদি আপনি ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফকে জশ্‌নে বিলাদত উদযাপন করতে না চান তবে অন্য কোন তারিখ যেমন দুই, আট বা দশ রবিউল

আউয়ালের উক্তিকেই গ্রহণ করে নিন এবং ব্যাপক ধুমধাম সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশ্‌নে বিলাদত উদযাপন করুন।

ঝুম কর সারে খুশি সে বার বার
"মারহাবা ইয়া মুস্তফা" ফরমাইয়ে
"ইয়া রাসূলাল্লাহ" কেহিয়ে জোর সে
শাক জিগার ইবলিশ কা ফরমাইয়ে

প্রশ্ন ৫: ১২ই রবিউল আউয়ালের জুলুস বের করা বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত পথভ্রষ্টতা আর জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো, সুতরাং মিলাদের জুলুস বের করা এবং এতে যাওয়া জায়িয নেই।

উত্তর: হে আমার সহজ সরল ইসলামী ভাইয়েরা! "বিদআত" এর অর্থই হলো নতুন কাজ, যেমনিভাবে প্রত্যেক নতুন কাজ খারাপ নয়, তেমনিভাবে প্রত্যেক বিদআতও মন্দ হয় না, বরং যেই নতুন কাজ কোরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থি, তা বিদআতে সাইয়্যা অর্থাৎ মন্দ বিদআত আর হাদীসে পাক "كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মন্দ বিদআত, যে নতুন কাজ কোরআন ও সুন্নাত, সাহাবাদের রীতিনীতি বা উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপন্থি নয়, তা মন্দ নয়। যেমন তারাবীর জামাআত, যা প্রায় সকল মসজিদে করা হয়, তা তো স্বয়ং হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

উত্তম বিদআত বলেছেন। অনেক বিদআত মুস্তাহাব বরং ওয়াজিবও হয়ে থাকে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে লিখিত কিতাব **“আইনুল ইলম”** এ রয়েছে: যে বিষয়টিকে শুরু থেকে নিষেধ করা হয়নি এবং সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগের পরই মানুষের মাঝে প্রচলন হয়, তাতে সাদৃশ্য রেখে মুসলমানদের মন খুশি করা উত্তম, যদিও সেই বিষয়টি বিদআতই (অর্থাৎ তা নতুন কাজ) হোক না কেন, এর দলীল হলো সেই হাদীস, যা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী এবং স্বয়ং তাঁর উক্তি দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমান যে বিষয়টি ভাল মনে করে, তা **আল্লাহ পাকের** নিকটও নেক কাজ। (আইনুল ইলম, ৪১২ পৃষ্ঠা)

প্রায় সাড়ে চারশত বছর পুরোনো বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইবনে হাজর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: বিদআতে হাসানা (অর্থাৎ ঐ নেক কাজ যা কোরআন ও হাদীসের পরিপন্থি নয়) মুস্তাহাব হওয়ার প্রতি ঐক্যমত রয়েছে এবং বিলাদত শরীফ উদযাপন করা ও এর জন্য লোক জড়ো করা এই প্রকারেরই অন্তর্ভূক্ত। (অর্থাৎ মিলাদ শরীফ উদযাপন করা মুস্তাহাব ও নেক এবং ভাল কাজ।) (ইনসানুল উয়ুন, ১/৮৪)

হযরত মাওলানা আলী শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটা সেই অস্বীকার করবে, যার অন্তরে **আল্লাহ পাক** মোহর মেরে দিয়েছেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫১৯)

লাখ শয়তাঁ হাম কো রুখে ফযলে রব সে তা আবাদ
জশন আক্বা কি বিলাদত কা মানাতে জায়েঙ্গে

প্রশ্ন ৬: পুরোনো বুযুর্গরা মিলাদ শরীফ উদযাপনের ব্যাপারে কিছুই বলেননি, সুতরাং মিলাদ শরীফ উদযাপন করা উচিৎ নয়।

উত্তর: কমপক্ষে পাঁচশত বছর পূর্বে কয়েকজন বুযুর্গের বানী এবং তাঁদের কিতাব সম্পর্কে পড়ুন: আজ থেকে প্রায় সাড়ে আটশত বছর পূর্বে হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **“মাওলিদুল উরুশ”** নামে একটি কিতাব লিখেন, যার একটি রেওয়ায়াত ১০নং পৃষ্ঠায় দৃষ্টি গোচর হয়, তিনি বলেন: **হযরত সায়্যিদুনা আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশ্‌নে বিলাদত উদযাপনকারীর বরকত, সম্মান, কল্যাণ এবং গৌরব অর্জিত হয়, মুক্তার পাগড়ী এবং সবুজ হুল্লা (অর্থাৎ সবুজ পোষাক) পরিধান করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মাওলিদুল উরুশ, ২৮১ পৃষ্ঠা)

৯২৩ হিজরীর (অর্থাৎ প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে) মহান বুযুর্গ ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের মাসে মুসলমান সর্বদা মিলাদের মাহফিল করে আসছে এবং বিলাদতের খুশিতে দাওয়াত দেয়, খাবার রান্না করে এবং ব্যাপক সদকা ও খয়রাত করে আসছে। ব্যাপকভাবে খুশি প্রকাশ করে আর মন খুলে ব্যয় করে, তাছাড়া **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্য মন্ডিত বিলাদতের আলোচনার ব্যবস্থা করে আসছে, সুতরাং তাদের প্রতি **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও বরকত বর্ষিত হয়ে থাকে, মিলাদ শরীফ উদযাপন করাতে অন্তরের বাসনা পূরণ হয়, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি রহমত বর্ষন করুক যে মিলাদ শরীফের রাতকে ঈদ (অর্থাৎ খুশির দিন) বানিয়ে নেয়। (তিনি আরো বলেন:) মিলাদ শরীফের খুশি তাদের কঠিন বিপদের বিষয়, যাদের অন্তরে রোগ ও কপটতা রয়েছে। **(যুরকানি আলাল মাওয়াহেব, ১/১৩৯)**

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু শাম্মা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (যিনি ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উস্তাদ ছিলেন) বলেন: আমাদের যুগে যেই নতুন কাজ করা হয়, তা হলো লোকেরা প্রতি বছর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের দিন সদকা ও খয়রাত এবং খুশি প্রকাশ করার জন্য নিজেদের ঘর এবং

গলিকে সাজাতো, কেননা এতে অনেক উপকারীতা রয়েছে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যে, **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সৃষ্টি করেছেন এবং রাহমাতুল্লিল আলামিন বানিয়ে পাঠিয়েছেন, এটা **তাঁর** আপন বান্দাদের প্রতি অনেক বড় দয়া, যার কৃতজ্ঞতা আদায় করার জন্য খুশি উদযাপন করা হয়ে থাকে। (আস সীরাতুল হালবিয়া, ১/৮০)

জু কেহ জলতে হে যিকিরে মওলুদ সে,
কর আতা উন কো তু সকর ইয়া রব!

প্রশ্ন ৭: ১২ই রবিউল আউয়ালে অনেক বেশি লাইটিং করে অপচয় করা হয়, যদি এই টাকা গরীবদের মাঝে বন্টন করা হয় তবে কত যে লোকের মঙ্গল হতো।

উত্তর: সর্বপ্রথম এই মূলনীতিটি মনে গেঁথে নিন যে, ওলামায়ে কিরাম বলেন: لَا خَيۡرَ فِي الۡاِسۡرَافِ وَلَا اِسۡرَافَ فِي الۡخَيۡرِ অর্থাৎ অপচয়ে কোন কল্যাণ নেই এবং কল্যাণের কাজে ব্যয় করাতে কোন অপচয় নেই। মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুজাহিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি কোন ব্যক্তি উহুদের পাহাড় সমান সম্পদও **আল্লাহ**র আনুগত্যে ব্যয় করে তবুও সে অপচয়কারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৩৩৩)

উপরে বর্ণিত রেওয়ায়াত দ্বারা যখন এটা প্রমাণিত হয়ে গেলো, জশ্নে বিলাদত উদযাপন করা নেকী এবং সাওয়াবের কাজ, এজন্য সাওয়াবের কাজে সম্পদ যত বেশি ব্যয় করা হবে তা কমই, অপচয় নয়।

একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতি বছর ২০ থেকে ২৫ মিলিয়ন রিয়াল ব্যয় করে কাবার গীলাফ প্রস্তুত করা হয়! বিয়ে ও নিত্য নতুন অনুষ্ঠানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়, কেউ তাদেরকে গিয়ে যেনো বুঝায় যে, এখানে ব্যয় করার পরিবর্তে গরীবদের মাঝে টাকা বিতরন করে দাও, তখন বুঝা যাবে বরং স্বয়ং নিজের ঘরের ডেকোরেশন এবং এক একটি নতুন মডেলের গাড়ি, মোবাইল ইত্যাদি দেখুন, এগুলো গরীবদের মাঝে বিতরন করে কয়েক হাজার টাকা দামের বাইক এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করে গরীবের কল্যাণ করুন, তখন বুঝা যাবে। মোটকথা এমন অসংখ্য কাজ করা হয়, যাতে কোটি কোটি, শতকোটি টাকা প্রতি বছর খরচ হয়ে থাকে কিন্তু তা কেউ নিষেধ করে না, কিছুদিন পূর্বে করোনার কারণে হওয়া লকডাউনে স্যোশাল মিডিয়ায় একটি পোষ্ট ভাইরাল হয়েছে যে, **দেখো! গরীবদের মাঝে খাবার তারাই বন্টন করছে, যারা জশ্নে বিলাদতে আলোকসজ্জা করতো**, যাইহোক গরীবদের সাহায্যও করুন এবং জশ্নে

বিলাদতও উদযাপন করুন, কেন শুধু জশ্নে বিলাদতেই মনে কুমন্ত্রণা আসে, বিষয়টি অন্য কিছু নয় তো? নফসে আম্মারা ও শয়তানকে লা হাওলা শরীফ পাঠ করে মারহাবা ইয়া মুস্তফার শ্লোগান লাগিয়ে দূর করে দিন এবং ব্যাপক ধুমধাম সহকারে জশ্নে বিলাদত উদযাপন করুন।

লেহরাও সবজ পরছম এ্যয় আক্বা কে আশিকো!
ঘর ঘর কর চেরাগাঁ কেহ সরকার আ'গেয়ে।

আলোকসজ্জা দেখে কাফের ইসলাম কবুল করে নিলো

জশ্নে বিলাদতের লাইটিং এর কথা কি আর বলবো। এক ইসলামী ভাই জানালো যে, একবার জশ্নে বিলাদতের সময় মসজিদকে সাজিয়ে নব বধূর মতো বানিয়ে দেয়া হয়েছিলো, এক অমুসলিম মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সাজানোর কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলো, যখন তাকে বলা হলো যে আমরা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের খুশিতে এরূপ আলোকসজ্জা করেছি, তখন তার মন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো যে, বিলাদতের ১৫০০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, তবুও মুসলমান তাদের **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এরূপ শান ও শওকত সহকারে জশ্নে বিলাদত উদযাপন করছে আর

নিজেদের মসজিদ এবং ঘরকে এভাবে সাজাচ্ছে, তবে এই ধর্মই সত্যি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে কুফরী থেকে তাওবা করে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো।

ইয়া রাসূলাল্লাহ কা নারা লাগাও জোর সে,
উন কে দুশমন মুহ ফুলাতে বুড়বুড়াতে জায়েঙ্গে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নেক পদ্ধতি বের করলো, তার পদ্ধতি বের করারও সাওয়াব অর্জিত হবে এবং তাতে আমলকারীদেরও সাওয়াব অর্জিত হবে আর আমলকারীদের নিজেদের সাওয়াবে কোনরূপ কমতি হবে না এবং যে ব্যক্তি ইসলামে মন্দ পদ্ধতি বের করলো, তবে তার উপর সেই পদ্ধতি বের করারও গুনাহ হবে এবং এই পদ্ধতির উপর আমলকারীদের গুনাহও হবে আর এই আমলকারীদের নিজেদের গুনাহে কোনরূপ কমতি হবে না।

(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৯(১০১৭))

প্রশ্ন ৮: ১২ই রবিউল আউয়ালের আলোকসজ্জার বিদ্যুৎ চুরি এবং অনেক বেশি আওয়াজে নাত চালিয়ে অন্যকে কষ্ট দেয়া হয়, তাছাড়া লঙ্গরকে এমনভাবে নিক্ষেপ করা হয়, যাতে রিযিকের অমর্যাদা হয়ে থাকে। অতএব **জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করা উচিৎ নয়।

উত্তর: একটি মূলনীতি মনে গেঁথে নিন যে, **নাকে মাছি বসলে মাছিকেই তাড়াতে হয়, নাক কাটা হয় না।** এবার বলুন! পরিপূর্ণ শরীয়াত সম্মতভাবে বিবাহ কোথায় হচ্ছে? তবে কি কেউ এটা বলেছে যে, বিবাহ করা ছেড়ে দাও, কেননা এর কারণে অসংখ্য গুনাহ করতে হচ্ছে। বিজয় দিবসের দিন কত গুনাহ হয় কিন্তু তা কেউ নিষেধ করেনি যে, বিজয় দিবস উদযাপন করো না, তবে কেন শুধু **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিয়ে এতো চিন্তিত হচ্ছো? সমস্যা অন্য কোথাও নয় তো???

মানায়েঙ্গে খুশি হাম হাশর তক জশ্‌নে বিলাদতকি,
সাজাওয়াট অউর করনা রৌশনি হারগিয না ছোড়েঙ্গে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারা বছর শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাস্তালানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: সৌভাগ্য মন্ডিত বিলাদতের দিনে মিলাদের মাহফিল করে উপকারীতা লাভের মধ্যে পরীক্ষিত উপকারীতা হলো, এই বছর সে শান্তি ও নিরাপদে থাকবে। আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুক, যে বিলাদতের মাসের রাতগুলোকে ঈদ বানিয়ে নিয়েছে।

(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৩১১১৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫০৩৫৫৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net